সমকাল

ঢাবির পর ঢামেকেও হামলার শিকার ছাত্র অধিকারের নেতাকর্মীরা

প্রকাশ: ০৭ অক্টোবর ২২ । ২২:৫২ | আপডেট: ০৭ অক্টোবর ২২ । ২২:৫২

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক

আবরার ফাহাদের স্মরণসভায় হামলা। ছবি- সমকাল।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদের স্মরণসভায় হামলা চালিয়েছে ছাত্রলীগ। এতে ১৫ জন আহত এবং সভা পণ্ড হয়ে গেছে। আজ শুক্রবার বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসবিরোধী রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে এ ঘটনা ঘটে। আহতদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে সেখানেও হামলা করে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা।

হামলার পর হাসপাতাল থেকে ২২ জনকে আটক করে শাহবাগ থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। পরে ছাত্রলীগের ওপর হামলা করা হয়েছে দাবি করে শাহবাগ থানায় মামলা করেছেন সংগঠনের এক নেতা।

বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা 'আবরার ফাহাদ স্মৃতি সংসদ' ব্যানারে এ স্মরণসভার আয়োজন করে। আজ ছিল আবরার হত্যার তৃতীয় বার্ষিকী। ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ২০১৯ সালের ৭ অক্টোবর তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

> - ঢাবিতে আবরার ফাহাদের স্মরণসভা ছাত্রলীগের হামলায় পণ্ড (https://samakal.com/capital/article/2210135459/%E0%A6%A2%E0%A6%BE%E0%
> %E0%A6%86%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%B0-
> %E0%A6%AB%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%A6%E0%A
> %E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A6
> %E0%A6%9B%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6
> %E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A7
> %E0%A6%AA%E0%A6%A3%E0%A7%8D%E0%A6%A1)

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ছাত্র অধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা স্মরণসভা শুরু করলে ছাত্রলীগের একদল নেতাকর্মী সেখানে গিয়ে বাধা দেয়। বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে স্মরণসভায় বক্তব্য শুরু হলে লাঠিসোঁটা, লোহার পাইপ হাতে আশপাশ থেকে রাজু ভাস্কর্যে ছুটে যায় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। তাদের একটি অংশ ছাত্র অধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের পেটাতে থাকে, আরেকটি অংশ স্মরণসভার চেয়ার ভাঙচুর করে। শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি কামাল উদ্দীন ও সাধারণ সম্পাদক রুবেল হোসেন এ ধাওয়ায় নেতৃত্ব দেন। ধাওয়া খেয়ে ছাত্র অধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তবে মিনিটখানেক দুই পক্ষই পরস্পরকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। এরপর রাজু ভাস্কর্যের সামনে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের উপ-দপ্তর সম্পাদক রাহিম সরকারের নেতৃত্বে স্মরণসভার ব্যানার-ফেস্টুনে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।

আবরার ফাহাদের স্মরণসভায় হামলা। ছবি- সমকাল।

হামলায় ছাত্র অধিকার পরিষদের অন্তত ১৫ নেতাকর্মী আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি বিন ইয়ামিন মোল্লা। এর মধ্যে তিনিসহ কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি শাকিল আহমেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হাসান, প্রচার সম্পাদক রাসেল আহমেদ, সাহিত্য সম্পাদক মো. জাহিদ আহসান, ছাত্র অধিকার পরিষদ ঢাবি শাখার সভাপতি আখতার হোসেন, ছাত্র অধিকার কর্মী হাসিবুল ইসলাম, নাজমুল হাসান, মাহমুদুল হাসান, রাসেল আহমেদও রয়েছেন। এ সময় স্মরণসভায় মাইকের দায়িত্বে থাকা রিকশাওয়ালাও আহত হন।

ইয়ামিন সমকালকে জানান, ‘আমাদের নেতাকর্মীরা কর্মসূচি শুরু করলে ছাত্রলীগ আমাদের ওপর হামলা চালায়। হামলায় আহতদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে ছাত্রলীগ এখানেও হামলা করে। পরে ছাত্রলীগ আমাদের আটকে রাখলে পুলিশ এসে আমাদের ২২ জন নেতাকর্মীকে থানায় নিয়ে যায়।’

তবে ছাত্রলীগের দাবি, আবরার ফাহাদ স্মৃতি সংসদের নামে ছাত্র অধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা দফায় দফায় ছাত্রলীগের ওপর হামলা করে। হামলায় ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতাকর্মী আহত হন।

হামলায় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি এম এম মহিন উদ্দিন, কামাল খান, মাজহারুল ইসলাম শামীম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব খান, সাংগঠনিক সম্পাদক নাজিম উদ্দীন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ক সম্পাদক আল আমিন রহমান, মানবসম্পদ বিষয়ক সম্পাদক নাহিদ হাসান

শাহিন, বিতর্কবিষয়ক সম্পাদক ফয়সাল মাহমুদ, উপ-দপ্তর সম্পাদক শিমুল খান, আব্দুর রাহিম, শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি কামাল উদ্দীন রানা, সাধারণ সম্পাদক রুবেল হোসেনসহ কেন্দ্রীয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও হল শাখা ছাত্রলীগের শতাধিক নেতাকর্মী অংশ নেন বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান।

হামলার বিষয়ে আল আমিন রহমান সমকালকে বলেন, ‘এরই মধ্যে আবরার হত্যার রায় ঘোষণা করা হয়েছে। এটা বুয়েটের অভ্যন্তরীণ ইস্যু। বুয়েটের ইস্যু নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি করতে গেলে এটা অবশ্যই আমাদের দেখার বিষয়। এখন কেউ বহিরাগতদের নিয়ে এখানে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করতে চাইলে ছাত্রলীগ প্রতিহত করবে। এটাই তো স্বাভাবিক। তবে আমি কাউকে হামলা করিনি।’

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব খান সমকালকে বলেন, ‘তারা ক্যাম্পাসে বহিরাগত, মৌলবাদীদের নিয়ে কর্মসূচি পালন করে। আমরা তাদের জিজ্ঞাসা করতে আসি, তারা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র কিনা। এ সময় তারা কিছু না দেখিয়ে আমাদের ওপর হামলা করে। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা তাদের প্রতিরোধ করে।’

শাহবাগ থানার ওসি নূর মোহাম্মদ সমকালকে বলেন, ‘ছাত্রলীগের ওপর হামলা করা হয়েছে বলে একটি অভিযোগ পেয়েছি। অভিযোগের ভিত্তিতে জিজ্ঞাসাবাদ করছি। জিজ্ঞাসাবাদ করে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। থানায় বর্তমানে ছাত্র অধিকার পরিষদের ২০ জন নেতাকর্মী আটক রয়েছেন।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী ছাত্র অধিকার পরিষদকে দায়ী করে বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি ছাড়া সম্পূর্ণ অবৈধভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে অতিরাজনীতি করতে যাওয়ায় এমন ঘটনা ঘটেছে। দুই পক্ষই আহত হয়েছে। আমরা পরে আমাদের শিক্ষার্থীদের সহায়তা দিয়েছি। বাকিটা আইনি বিষয়। আইনি সংস্থা দেখবে।’

© সমকাল ২০০৫ - ২০২২

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মোজাম্মেল হোসেন । প্রকাশক : আবুল কালাম আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৭১৪০৮০৩৭৮ | ই-মেইল: samakalad@gmail.com